জনসংখ্যা শিক্ষা

মানব সম্পদ-বিকাশের জন্য শিক্ষামূলক প্রকল্প

বিধিযুক্ত শিক্ষা ক্ষেত্রের

শিক্ষক শিক্ষণ সহায়িকা এবং স্ব-শিখন উপকরণ

(নমুনা মডিউল)

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পঃ বঙ্গ
২৫/৩ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-১৯

জনসংখ্যা শিক্ষা

মানব-সম্পদ বিকাশের জন্যে শিক্ষামূলক প্রকল্প

বিধিমুক্ত শিক্ষা ক্ষেত্রের

শিক্ষক শিক্ষণ সহায়িকা

এবং

স্ব-শিখন উপকরণ (নমুনা মডিউল)

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পঃ বঃ

২৫/৩ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯

১ম অংশ ঃ—

রচনা ঃ শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত, সহ অধ্যাপিকা SCERT, W.B.

সম্পাদনা ঃ শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত
শ্রী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

সংযোজক, জনসম্পদ বিকাশের শিক্ষামূলক প্রকল্প
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ।

২য় অংশ ঃ নমুনা মডিউল

রচনা ঃ শ্রী অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়
শ্রীমতী রমা কর্মকার
শ্রী দিলীপকুমার সেনগুপ্ত

সম্পাদনা ঃ শ্রীমতী গীতা সেনগুপ্ত, সহ অধ্যাপিকা
শ্রী সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, সহ অধ্যাপক

প্রকাশক ঃ
অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ।

মুদ্রক ঃ
চয়নিকা, ৪৭ কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯

মুখবন্ধ

১৯৮৪ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'জনসংখ্যা শিক্ষা' প্রকল্পটি জনসম্পদ বিকাশের শিক্ষামূলক প্রকল্প হিসাবে গৃহীত হয়। প্রথমে এ রাজ্যে বিদ্যালয় শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বিষয়গুলির মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে জনসংখ্যা শিক্ষার মূল সূত্রটি সংযোজিত করা হয়। রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ যৌথভাবে জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পর্কিত মূল বিষয়গুলি বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে প্রাসঙ্গিকতা অনুসারে সংযোজন করে। শিক্ষণ সহায়িকায় এই বিষয়গুলি ও পাঠদান প্রণালী দেখানো হয়েছে। বিগত চার বছরে এই প্রকল্পটি শিক্ষক-শিক্ষণের মাধ্যমে এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সন্তোষজনক ভাবে প্রসার লাভ করে।

১৯৮৬৷৮৭ সালে জাতীয় স্তরের কর্মসূচীতে 'জনসংখ্যা শিক্ষা' প্রকল্পটিকে বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে প্রসারিত করার সুপারিশ করা হয়। আমাদের রাজ্যে বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে 'জনসংখ্যা শিক্ষা' (মানব সম্পদ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে) দেবার প্রস্তাব নেওয়া হলে রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ-পরিষদ, বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অতিরিক্ত পঠন, 'আমরা গড়ি নিজেদের' প্রকাশ করে। বিধিমুক্ত শিক্ষাক্রমের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দশটি পাঠ এককের মাধ্যমে 'জনসংখ্যা' বিষয়ক মূল বার্তাটি ৯-১৪ বছরের বিদ্যালয় বহির্ভূত ছেলে-মেয়েদের কাছে পৌঁছে দেওয়াই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। পুস্তিকাটি বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে উপযোগিতা পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে। উপযুক্ত পরিমার্জন ও সংস্করণের পর বইটি ব্যাপক হারে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।

গত ৮৮ সালে ও ৮৯ সালের প্রথমার্ধে রাজ্যশিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে 'জনসংখ্যা শিক্ষা' সংক্রান্ত মডিউল আকারে স্ব-শিখন পঠন উপকরণ রচনা করার জন্য কয়েকটি কর্মশালার আয়োজন করেন। এই কর্মশালায় বিধিমুক্ত শিক্ষার সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ্, পঃ বঃ বিধিমুক্ত শিক্ষাদপ্তরের কর্মী, শিক্ষক শিক্ষণ মহা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও অভিজ্ঞ অধ্যাপক, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিশেষজ্ঞের সহায়তায় SCERTর-'জনসংখ্যা শিক্ষা' সেল একটি শিক্ষক শিক্ষণ 'প্যাকেজ' রচনা করেছেন। এতে পঠন উদাহরণ, গাইডবুক, খেলাধুলা ও অন্যান্য কার্য-সূচীর নির্দেশিকা ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে।

নিকট ভবিষ্যতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনের প্রস্তাব কার্যকরী করার উদ্দেশে বর্তমান শিক্ষক শিক্ষণ সহায়িকাটি প্রস্তুত করার প্রয়াস হল। সংক্ষেপে, মডিউল রচনা কৌশল ও স্বশিখনের মাধ্যমে 'জনসংখ্যা শিক্ষার' মূল বার্তা ছেলেমেয়েদের কাছে পৌঁছে দেবার সহজ উপায় ও পদ্ধতির সম্বন্ধে শিক্ষকদের অবহিত করা, শিক্ষকতা সামর্থ্য ও দক্ষতাবৃদ্ধি ও সর্বোপরি তাঁদের বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়াদের ন্যূনতম শিখন সামর্থ্য নিরূপণ করা এবং তাদের উপযোগী করে জনসম্পদ বিকাশ সম্পর্কিত স্বশিখন উপকরণ রচনায় উৎসাহী করার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিক্ষক মাধ্যমের সহায়তায় আমাদের এই স্বশিখন পদ্ধতিতে 'জনসংখ্যা শিক্ষা'র মূলমন্ত্রটি তৃণমূল স্তরে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করে তোলার প্রচেষ্টা একান্তই পরীক্ষা সাপেক্ষ। সেইজন্য আপাতত সীমিত সংখ্যায় পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হল। অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ্, বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের মূল্যবান মতামত নিয়ে পরবর্তীকালে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হবে।

সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অবহেলিত কিশোর-কিশোরী, যারা বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের বিধিমুক্ত শিক্ষার ক্ষেত্রে "মানব সম্পদ বিকাশের" লক্ষ্যে উপযুক্তভাবে অণুপ্রাণিত করার কাজে সহায়ক-সহায়িকাদের যদি এই পুস্তিকাটি অর্থবহ ও উদ্দেশ্যাভিমুখী মনে হয় তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

পীযূষ দাস

১০ আগষ্ট, ১৯৮৮ — অধিকর্তা, রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ

বর্দ্ধিত জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে যে কার্যক্রম অনুসরণ করা আজ জরুরী।

১। সার্বিক সুশিক্ষার ব্যবস্থা, বিশেষ করে নারী শিক্ষার প্রসার।

২। প্রতিটি নাগরিকের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যবিধি পালনের সুযোগ দান—দূষণমুক্ত পরিবেশে বাসস্থানের সুব্যবস্থা।

৩। উন্নয়নের সুফল দেশের জনসাধারণের গরিষ্ঠ অংশ—দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে পেঁছে দেওয়া।

৪। পরিবেশের সঙ্গে সুসমঞ্জস্য সম্পর্ক বিধান করে চলা।

(১৯৮৩ সালে ইউনেস্কো আয়োজিত জনসংখ্যা সম্পর্কিত কর্মশালার সুপারিশ অনুসারে SCERT রচিত নির্ঘণ্ট থেকে গৃহীত অংশ।)

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা : দেশ স্বাধীন হবার পর চার দশক ধরে বিবিধ প্রয়াস চালান সত্ত্বেও আমরা সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্যের অর্ধেক পথও অতিক্রম করে উঠতে পারিনি। আজ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই এদেশের ৭০% মানুষের জীবন কেটে যায় দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবে।

জাতীয় কর্মসূচীতে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকে 'সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার' দেওয়া হলেও এই নিছক সত্যটি স্বীকার করে নিতে হবে যে নয় থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েদের সকলকেই বিদ্যালয় আনা সম্ভব হচ্ছে না নানা আর্থ-সামাজিক কারণে। আবার কোনও রকমে যদি বা তাদের বিদ্যালয়ে আনা গেল তখন চার পাঁচ বছর ধরে রাখা যাচ্ছে না। ফলশ্রুতি হল বিদ্যালয়ের আওতার বাইরে আজও রয়ে গেছে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে।

Central Advisory Board of Education (CABE) এবং অন্যান্য অনুরূপ সংস্থা জাতীয় শিক্ষা নীতির মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ সার্বজনীন শিক্ষা প্রণয়ন ও শিক্ষার মান উন্নয়ন করার দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। তাঁরা বিশেষভাবে জোর দিয়েছেন ৯-১৪ বছরের বিদ্যালয় বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার আওতায় আনার ব্যাপারে। এদের জন্য বিধিবদ্ধ শিক্ষা উপযুক্ত হচ্ছে না এবং প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে বিদ্যালয় পরিত্যাগজনিত অপচয় ও একেবারেই বিদ্যালয় শিক্ষার বাইরে রয়ে যাচ্ছে এমন ছেলেমেয়ের সংখ্যার হার ক্রমশই বেড়ে চলেছে।

আমাদের দেশে অনস্বীকার্যভাবেই, জনসংখ্যা দ্রুতহারে বাড়ছে। এই বৃদ্ধির হারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিধিবদ্ধ বিদ্যালয় সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে না শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় ৩০% ছেলেমেয়ের বিদ্যালয় শিক্ষার সুযোগ হচ্ছে। বাকীদের বিধিবদ্ধ বিদ্যালয়ে স্থান পাওয়া উত্তরোত্তর দুরূহ হয়ে পড়ছে।

বিধিবদ্ধ শিক্ষা সার্বজনীন করার পদক্ষেপে নিশ্চিতভাবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এক অনিবার্য অন্তরায়। তাই জাতীয় স্তরে এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা অর্থাৎ বিধিমুক্ত শিক্ষাকে পরিপূরক হিসাবে গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়েছে। শিক্ষাকে সমাজ ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছে কার্যকরী, অর্থবহ এবং উৎসাহদায়ক করে তোলার উদ্দেশ্যে বিধিমুক্ত শিক্ষাক্রমের পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচীটি শিক্ষার্থীর ন্যূনতম সামর্থ্য ও অন্তর্নিহিত চাহিদা, স্থানীয় পরিস্থিতি ও উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের সংকেত ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করেই করার প্রচেষ্টা হয়েছে। এজন্য শিক্ষাক্রমটি যথেষ্ট নমনীয় ও ব্যবহারিক করার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে।

৭০ দশকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় পর্যায়ে "জনসংখ্যা শিক্ষা" প্রকল্প গৃহীত হয়। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য যে জনসংখ্যা সম্পর্কিত বিষয়গুলি অর্থাৎ জনসংখ্যা পরিস্থিতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাসের প্রভাব দেশের অগ্রগতির উপর কিভাবে পড়ে, নানারূপ সমস্যা ও তার সমাধান, ইত্যাদি বিদ্যালয় শিক্ষাস্তরে পাঠ্যসূচীতে সংযোজিত করে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জনসংখ্যা সম্বন্ধে স্বচ্ছ-বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। এর সাহায্যে তারা ভবিষ্যৎ জীবনে উন্নতমানের নাগরিক জীবনযাপনে উৎসাহী হবে এবং এ ব্যাপারে তার ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ কি হবে তা সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। এ যাবৎ বিধিবদ্ধ শিক্ষাক্ষেত্রে লক্ষণীয়ভাবে "জনসংখ্যা শিক্ষা" প্রকল্পটি জাতীয় ও রাজ্যস্তরে পাঠক্রম, পাঠ্যবই, শিক্ষণ উপকরণ ও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সংযোজিত এবং প্রসারিত হয়েছে।

বর্তমানে, জাতীয় স্তরে National Steering Committee বিধিমুক্ত শিক্ষায় জনসংখ্যা শিক্ষা সংক্রান্ত তত্ত্ব ও তথ্য সংযোজনের সুপারিশ করেছেন এবং জনসংখ্যা শিক্ষা প্রকল্পের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে বিধিমুক্ত শিক্ষাস্তরে বিশেষ জোর দেবার প্রয়াস করেছেন। এর সাহায্যে বিদ্যালয় বহিভূর্ত ছেলেমেয়ের জনসংখ্যা সম্পর্কিত ধারণা বর্ধিত জনসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে পরিস্থিতি, সমস্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক চেতনা গঠন করা যাবে।

পঃ বঃ রাজ্যস্তরে বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষাটি জনসম্পদ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ৯-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত করে তাদের সামনে তুলে ধরার জন্য গত বছর (৮৮) SCERT আয়োজিত কর্মশালা মাধ্যমে একটি শিক্ষক নির্দেশিকা অতিরিক্ত পাঠ্য পুস্তক 'আমরা গড়ি নিজেদের' প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষক-শিক্ষণ সংস্থার শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষা বিভাগের বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য সংস্থা যাঁরা বিধিমুক্ত শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম ও মূল্যবান সময় দিয়ে 'আমরা গড়ি নিজেদের' নামক পুস্তিকাটি রচিত হয়েছে ও বিভিন্ন বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রে পরীক্ষণের জন্য পাঠান হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে এ বইটি ছেলেমেয়েদের কাজে লাগবে।

এ বছর ('৮৯) রাজ্যের বিধিমুক্ত শিক্ষা বিভাগ নিম্ন-বুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ সংস্থা বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে কর্মশালার মাধ্যমে SCERT স্বশিখন পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষণ উপকরণ রচনা করা হয়েছে। এরপর কয়েকটি স্বশিখন মডিউল ছেলেমেয়েদের অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক ও কর্মসূচী নির্দেশিকা রচিত ও মুদ্রিত হতে চলেছে।

৮ম বার্ষিক যোজনায় বিদ্যালয় বহিভূর্ত ৯-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের আরও ব্যাপক আকারে জনসংখ্যা শিক্ষার সুযোগ দেবার পরিকল্পনা কার্যকর করার কর্মসূচীতে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাভিত্তিক স্বশিখন উপকরণের মাধ্যমে উৎপাদনাত্মক ও সৃজনাত্মক সামর্থ্য গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা হল।

বর্তমানে এই উপকরণগুলি সীমিত সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এখন এই পুস্তিকাগুলির সন্নিবেশিত বিষয়বস্তু ও কর্মসূচীর শিক্ষার্থীদের পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগিতা পরীক্ষণ এবং দরকার মত সংস্করণের সুপারিশ রইল, বিধিমুক্ত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি ভাবে জড়িত শিক্ষক শিক্ষিকাগণের কাছে বিনীত নিবেদন তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও মূল্যবান অভিজ্ঞতালব্ধ মতামতের সাহায্যে অনতিবিলম্বে ব্যাপক হারে আমরা এই পুস্তকগুলি প্রকাশে সমর্থ হব এই আশা রাখি।

এই প্রসঙ্গে আর কয়েকটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় সব এলাকাতেই বিশেষ করে সুন্দরবন, পুরুলিয়া, উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চল, মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চল ইত্যাদি বহু অনুন্নত এলাকা এমনকি বৃহত্তর কলকাতার শহরতলিতে এরূপ পিছিয়ে পড়া এলাকা এখনও রয়ে গেছে, যে সব স্থানে বিদ্যালয় স্তরের বয়সী ৯-১৪ বছরের ছেলেমেয়েরা বিধিবদ্ধ শিক্ষার আওতার বাইরে রয়ে গেছে এমনকি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের সুযোগ থাকলেও সেখানে নিয়মিত আসার তাগিদ বোধ করে না—অভিভাবকরাও এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন নন। কারণ তাঁদের ও তাঁদের প্রজন্মের সামনে বর্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে অর্থকরী শিক্ষা ছাড়া কোনও রকম শিক্ষার যে প্রয়োজন আছে সে রকম মানসিকতা গঠন করার এখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেছে।

তাই বিশেষ করে সমাজের অবহেলিত ও দুর্বল শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের যারা নাকি প্রথম প্রজন্ম শিক্ষার্থী হিসাবে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা দিচ্ছে তাদের কথা স্মরণ রেখে তাদের সার্বিক বিকাশের জন্য তাদের সামর্থ্য ও প্রয়োজনের এবং বিকাশশীল সমাজের চাহিদাগুলির সমন্বয় সাধনের জন্য শিক্ষন ও শিখন পদ্ধতির পরিবর্তন ও পরিমার্জন দরকার। শিক্ষা জগতের সঙ্গে যুক্ত বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ ও বিশেষজ্ঞ যাঁরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করেন তাঁদের উপলব্ধি অনুযায়ী বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে স্বশিখন পদ্ধতিতে বিভিন্নরূপ

উপকরণের ও কর্মসূচীর সাহায্য নিতে হবে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয় বৈশিষ্ট্য—প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে সামর্থ্য নির্ভর শিখন অভিজ্ঞতা দিলেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবক উভয় শ্রেণী শিক্ষাকেন্দ্রে বা বিদ্যালয় আসার কিংবা পাঠাবার তাগিদ বোধ করবেন।

এর জন্য কাজকর্মের মাধ্যমে শেখা ও শেখানর পদ্ধতিটিই কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত বিশেষ করে বিদ্যালয় বহির্ভূত ছেলেমেয়েদের জন্য যারা ৯-১৪ বছরের এবং বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের পড়ুয়া এবং যাদের মধ্যে সামর্থ্যের দিক থেকে বিচার করলে ভাল, মন্দ বা মাঝারি শ্রেণীভুক্ত পড়ুয়া রয়েছে। তারা তাদের নিজেদের পছন্দ ও সামর্থ্য মত স্বশিখন উপকরণগুলির ব্যবহার করতে পারবে ও সঙ্গে সঙ্গে বিধিমুক্ত শিক্ষার পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচীর বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমন্বয় করতে পারবে। তাহলেই শিক্ষা তার কাছে অর্থবহ ও আনন্দদায়ক হবে।

তবে একথা সব সময়ই মনে রেখে স্বশিখন উপকরণ রচনা করা দরকার যে আমাদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে সহজলভ্য উপাদান যা নাকি শিক্ষাকেন্দ্রের স্থানীয় পরিবেশ থেকেই উপলব্ধ হয়। এমন কার্যসূচী গ্রহণ করা দরকার, যার জন্য অধিক অর্থব্যয় করতে হবে না। তাহলেই সমাজের দুর্বলতর শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের কাজে সত্যিকারের এই স্বশিখন উপকরণগুলি লাগতে পারবে।

SCERT আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালায় রচিত কতকগুলি স্বশিখন পাঠ্য ক্যাপসুল এখানে নমুনা হিসাবে দেওয়া হল। শিক্ষক শিক্ষণের, শিক্ষক শিক্ষিকা ও বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষক সহায়ক/সহায়িকারা এগুলি অনুধাবন করে স্বশিখন পদ্ধতিতে জন সম্পদ বিকাশের ধারণাটি কিভাবে ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেওয়া যেতে পারে সে সম্বন্ধে আভাস পাবেন। তবে এগুলিই একমাত্র উপকরণ মনে করার কোনও কারণ নেই। তাঁরা তাঁদের প্রয়োজন ও চাহিদা মত অনুরূপ উপকরণ তৈরি করে শিশুদের সাহায্য করবেন। বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নকল্পে ও শিক্ষার অগ্রগতির SCERT অগণিত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপের ভিতর এটি একটি সামান্য পদক্ষেপ। সমাজের দুর্বল শ্রেণীর অবহেলিত ছেলেমেয়েদের কাজে লাগালে আমাদের সকলের প্রয়াস সার্থক হবে মনে করব।

গীতা সেনগুপ্ত, সহ-অধ্যাপিকা

শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ

প্রকল্প সংযোজিকা রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ

বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষক শিক্ষিকাদের শ্রেণী পরিচালনা সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

এখানে SCERT, মধ্য শিক্ষা পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত জন সম্পদ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা শিক্ষার মূল ধারণা ও উদ্দেশ্যটি সংক্ষিপ্তাকারে পরিবেশন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রের উপযোগী করে কিভাবে এই ধারণাটি বিভিন্ন কর্মসূচী ও অতিরিক্ত স্বশিখন মডিউল সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে এবং বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্রের ৯-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও তার সঙ্গে সঙ্গে আর্থ-সামাজিক সমস্যা, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সম্পদ সম্বন্ধে স্বচ্ছ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মানসিকতা ও সামর্থ্য সৃষ্টি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

আশা করা হচ্ছে এই নিবন্ধটি পাঠ করলে শিক্ষক শিক্ষিকাগণের এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা হবে এবং তাঁরা বিষয়টি নিয়ে আরও চিন্তা ভাবনা করে স্বশিখন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য আরও অর্থবহ ও কার্যকরী নানা। ধরনের মডিউল ও ক্যাপসুল রচনা করার প্রেরণা পাবেন।

(মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও SCERT পশ্চিমবঙ্গ দ্বারা রূপায়িত মূল ধারণা অবলম্বনে)

সারমর্ম ঃ যে কোনও দেশের জন গোষ্ঠীই সেই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। দেশের মানুষ শ্রমের মধ্য দিয়ে উৎপাদনে অংশগ্রহণ করে ও উৎপাদিত সামগ্রী ভোগ করে। স্বাভাবিক ভাবেই দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অধিক খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। আবার উন্নতমানের জনসমষ্টিই অধিক উৎপাদনে সহায়তা করতে পারে।

আজ দেশের সামনে নানা সমস্যা প্রকটভাবে দেখা দিচ্ছে, যেমন দারিদ্র যার প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি সাধারণ মানুষের ৭০% তাদের মৌলিক প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত। এই সব সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য অর্থাৎ সামগ্রিক উন্নতির জন্য দেশের মানুষকেই উপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হবে। দেশের সব স্তরের মানুষকে সচেতন হতে হবে যে জনসংখ্যা বিপুলভাবে বাড়ছে এবং বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত। কিন্তু এটাই সব সমস্যার মূল কারণ নয়। মূল কারণ নির্ধারিত করা যায় কতগুলি পরস্পর স্বাপেক্ষিক পরিস্থিতির সম্পর্ক বিচার করার পর ঃ

(i) প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশ ও যথাযথ ব্যবহার।

(ii) সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয়রোধ।

(iii) পরিবেশের সঙ্গে মানুষের যথাযথভাবে আদান-প্রদান রক্ষা করা এবং পরিবেশকে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।

(iv) মানব সম্পদের কারিগরী ও বিভিন্ন বিষয় জ্ঞান, কর্ম নৈপুণ্য ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

(v) মানব সম্পদকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারের জন্য সঠিক সমাজ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গঠন করা।

নির্দেশিত কর্মসূচী ঃ জন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য সম্পদের বিকাশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য উন্নত মানের পদ্ধতির সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদ চিহ্নিতকরণ, নবীকরণ, যথাযথ ব্যবহার, বিকল্প সম্পদ উদ্ভাবন ও সম্পদের সংরক্ষণ। এই প্রক্রিয়াগুলি মানব সম্পদের উপযুক্ত পরিকল্পনার ও বিকাশের মাধ্যমে করার উদোগ নেওয়া।

জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও সেই সম্পর্কিত তথ্য সম্বন্ধে ও অন্যান্য সমস্যাগুলি সম্বন্ধে উদাসীন হওয়া কোনক্রমেই সমীচীন নয়, তবে অন্যান্য পরিস্থিতির সঙ্গে এক সঙ্গে বিচার করাই সঙ্গত। অতএব শিক্ষার্থীদের ভিতর জনসংখ্যা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক, স্বচ্ছ ও যুক্তিসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ও ভবিষ্যৎ জীবনের সঠিক সিদ্ধান্ত নেবার সামর্থ্য গঠন করায় শিক্ষক যত্নবান হবেন।

বিধিমুক্ত শিক্ষা পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়ক মূল ধারণাটি প্রাসঙ্গিকভাবে আনা যায় এমন কতগুলি পাঠ্য বিষয় বেছে নিয়ে কয়েকটি নমুনা স্ব-শিখন উপকরণ শিক্ষকদের সুবিধার্থে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষকগণ তাঁদের পছন্দ ও সুবিধা অনুযায়ী অনুরূপভাবে স্বশিখন উপকরণ তৈরি করে শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক, উৎপাদনাত্মক, কর্মমুখী শিক্ষার সামর্থ্য গঠন, পরিবেশ ও সমাজ-সচেতনতা সৃষ্টি করবেন। জনসংখ্যা শিক্ষাকে বিধিমুক্ত শিক্ষাস্তরে নিম্নে দেওয়া কয়েকটি বিষয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে বিধিমুক্ত শিক্ষা পাঠক্রমের সঙ্গে সংযোজিত করে দেওয়া যেতে পারে।

পাঠক্রম স্তর ঃ	বিষয়বস্তু	জনসম্পদ বিকাশের ধারণা
১ম বর্ষ ঃ	১। ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা	সবগুলি পাঠ এককের মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা যায়।
	২। পরিবেশ সচেতনতা	”
	৩। প্রাকৃতিক পরিবেশ	”
	৪। সমাজ সচেতনতা	”
	৫। সাংস্কৃতিক ও উৎপাদনমুখী কাজ	”
২য় বর্ষ ঃ	১। পরিবেশ	প্রায় সবগুলি পাঠক্রমের মধ্যেই প্রাসঙ্গিক ভাবে আনা যেতে পারে।
	২। জনস্বাস্থ্য পরিবেশ	”
	৩। সমাজ সচেতনতা	”
	৪। সাংস্কৃতিক ও উৎপাদনাত্মক কাজ	”
৩য় বর্ষ ঃ	১। ব্যক্তি ও জনস্বাস্থ্য	”
	২। পরিবেশ ধোঁয়া	”
	৩। সমাজ সচেতনতা	”

[বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে জনসংখ্যা শিক্ষা, জনসম্পদ বিকাশের মূল ধারণার প্ররিপ্রেক্ষিতে ৯-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের সামনে উপস্থাপনা পদ্ধতি ও উপকরণের নমুনা।]

বিষয়	উপকরণ	পদ্ধতি
১। সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ	চার্ট, পোস্টার নাটক ইত্যাদি	স্বঃ শিখন উপকরণ, কর্মসূচী গ্রহণ, ছোট প্রকল্প ইত্যাদি
২। পরিচ্ছন্নতা, পরিবার কল্যাণ, পারিবারিক দায়িত্ব	flash cards ইত্যাদি	আলোচনা সভা, বিতর্ক
৩। স্বাস্থ্য, পরিবেশ দূষণ, উদ্ভিদ ও প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরতা		

এখানে কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল। শিক্ষকদের সুযোগ ও সাধ্য অনুযায়ী পছন্দসই উপকরণ নিজেরা নির্বাচন করে নেবেন। দরকার মত স্থানীয় বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করেও ব্যবহার করতে পারবেন।

বিঃ দ্রঃ জনসংখ্যা সংক্রান্ত আলোচনা বা উপস্থাপনার সময়ে শিক্ষকরা কোনও ভাবেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে কোনও বিষয় উত্থাপন করবেন না। কেবলমাত্র জনসম্পদ বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন পরিস্থিতি সামাজিক ও অর্থ-নৈতিক ও দেশের সমস্যা সমাধানের উপায় নিরূপণের সহজ সরল ধ্যান-ধারণা দেবেন যার সাহায্যে ৯-১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে জীবনের মান উন্নয়ন বলতে কি বোঝায়, আর জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন হয়। উন্নত জীবনের লক্ষ্যে পেঁছাতে হলে মানব সম্পদের বিকাশ দরকার এই বোধটি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থীর মনে জাগিয়ে দিতে হবে। মনে রাখতে হবে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন দীর্ঘকালীন ব্যাপার হলেও, জনসংখ্যার সমস্যাটিকে স্বাভাবিকভাবেই সমাধান করতে পারবে।

[বিধিমুক্ত শিক্ষাক্ষেত্রে জনসম্পদ বিকাশের মূল ধারণাটি প্রতিফলিত হয় এমন কতগুলি নমুনা স্বশিখন ক্যাপসুল এখানে দেওয়া হল। শিক্ষকগণ এই ক্যাপসুলগুলি অনুধাবন করে এগুলি দরকার মত শ্রেণী কক্ষে ব্যবহার করতে পারেন। আবার কিছু কিছু অনুরূপ বিষয়বস্তু চিহ্নিত করে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যৌথ উদ্যোগে শ্রেণী কক্ষের জন্য স্বশিখন ক্যাপসুল গঠন করে একটি ছোট উপকরণ বাক্স তৈরি করতে পারেন।]

দ্বিতীয় অংশ

[এস সি ই আর টি আয়োজিত বিভিন্ন কর্মশালার মাধ্যমে রচিত কয়েকটি স্বশিখন নমুনা ক্যাপসুল ঃ—]

১। প্যাকেজ—শরীর ও স্বাস্থ্য—মডিউল—"পরিচ্ছন্ন রাখলে গ্রাম,
পালিয়ে যাবে রোগ ব্যারাম।"

[বিধিমুক্ত শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—উৎপাদনধর্মী কাজে আগ্রহ ও যোগ্যতা অর্জন] কার্যকরী করার জন্য।

২। প্যাকেজ—গৃহশিল্প—মডিউল—"ঘরে ঘরে হাতের কাজ—
আয় বাড়াব আমরা আজ।"

[সমাজ সচেতনতার সৃষ্টি—ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্য]

স্ব-শিখন উপকরণ

(নমুনা মডিউল)

সূচীপত্র

(ক) শিখন প্যাকেজ—১ → শরীর ও স্বাস্থ্য

মডিউল—১—১ → গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখব

ক্যাপসুল—১—১—১ → গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও গ্রামবাসীর শরীর স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় চিত্র প্রদর্শনী সংগঠন করা

(খ) শিখন প্যাকেজ—২ → গৃহ হস্তশিল্প

মডিউল—২—১ → ঘরে ঘরে হাতের কাজ
আয় বাড়াব আমরা আজ

(i) ক্যাপসুল—২—১—১ → ঠোঙ্গা, খাম, মালা গড়ো,
পয়সা কিছু আয় করো

(ii) ক্যাপসুল—২—১—২ → পাঁপড়, বড়ি হাতে গড়ি,
আয়ের ঝাঁপি পোক্ত করি

মডিউল—১

গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখব

ক্যাপসুল—১—১—১

গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও গ্রামবাসীর শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় বিভিন্ন চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠান সংগঠন করা ঃ
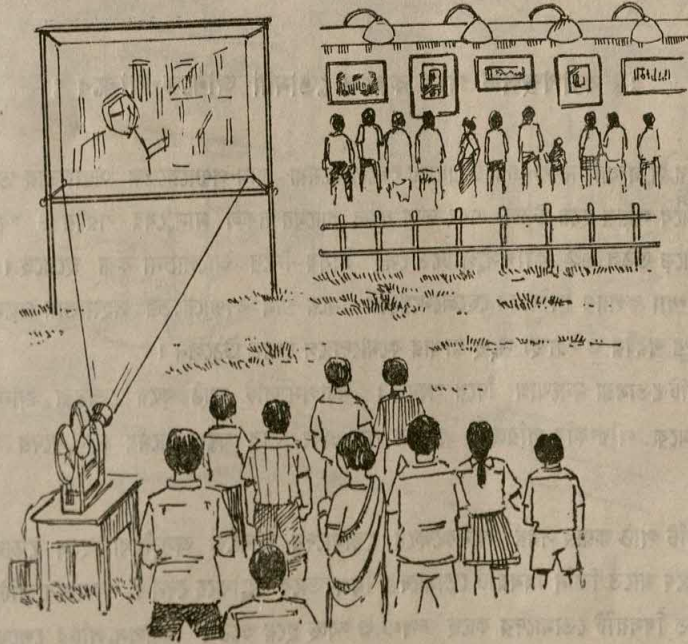
ঃ প্রত্যাশিত আচরণগত প্রতিফলন ঃ

এই ক্যাপসুলটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা নিম্নরূপ সামর্থ্যগুলি অর্জন করবে ঃ—

—শিক্ষার্থীরা শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হবে।

—ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতাবোধ জাগ্রত হবে।

—কিভাবে গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয়ে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে।

—শিক্ষার্থীরা গ্রাম-পঞ্চায়েতের সহায়তায় গ্রামের পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন দলে কাজ করতে শিখবে এবং নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষায় সচেতন হবে।

ঃ ক্যাপসুলটি পাঠ করলে তোমরা জানতে পারবে ঃ

হুগলী জেলার সুগন্ধ্যা নামক একটি গ্রামের ছেলেমেয়েরা গ্রাম-পঞ্চায়েতের সহায়তায় তাদের গ্রাম পরিবেশের পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় কিভাবে সক্রিয় হয়ে উঠল এবং তার ফলে গ্রামের সকল মানুষের শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি কিভাবে গড়ে উঠল এই ক্যাপসুলটিতে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রামের মাস্টারমশাই অবিনাশ মুখুজ্যে সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবিরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য ও গ্রামের মানুষদের শরীর ও স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার কর্মোদ্যোগে মেতে উঠলেন।

এই ক্যাপসুলটি তোমরা মনযোগ দিয়ে পড়বে। ক্যাপসুলটি পাঠ করে তোমরা জানতে পারবে কিভাবে তোমাদের নিজেদের গ্রামকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পার এবং তার ফলে গ্রামের মানুষদের শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়।

এই ক্যাপসুলটি পাঠ করার সময় অনেকক্ষেত্রে তোমাদের বুঝতে অসুবিধা হলে তোমাদের সহায়ক শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করবে যাতে তিনি বিষয়টি তোমাদের বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন। ক্যাপসুলটি পড়ার সময় গভীর-ভাবে চিন্তা করবে যাতে বিষয়টি তোমাদের কাছে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। ক্যাপসুলটির শেষে কয়েকটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে এবং প্রশ্নগুলির উত্তরও অপর পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে। ক্যাপসুলটি পাঠ করার পর প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার চেষ্টা কর এবং পরে উত্তরগুলি প্রদত্ত উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে যাচাই করে নাও। যদি দেখ যে তোমার প্রদত্ত উত্তর-গুলি এই পুস্তিকায় প্রদত্ত উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে সঠিক হচ্ছে না তাহলে ক্যাপসুলটি আবার মনোযোগ দিয়ে পাঠ কর। যতক্ষণ না পর্যন্ত সব প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিতে পারছ ততক্ষণ পর্যন্ত ক্যাপসুলটি বার বার পাঠ কর। যদি তার পরেও তোমাদের বুঝতে কোন অসুবিধা বোধ কর তাহলে সহায়ক শিক্ষক মহাশয়কে বিষয়টি ভাল করে বুঝিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ কর।

[হুগলী জেলার সদর শহর চুঁচুড়া হতে একটি পাকা সড়ক তারকেশ্বর হয়ে ওপাশে বাঁকুড়া পর্যন্ত চলে গেছে। সড়কটির দুপাশে হুগলী জেলার সীমানার মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি গ্রাম পাশাপাশি রয়েছে আবার কতকগুলি গ্রাম ছাড়া ছাড়া যেন দিগন্তবিস্তৃত সবুজ ধানের মাঠের মধ্যে তালবীথির ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মারে।]
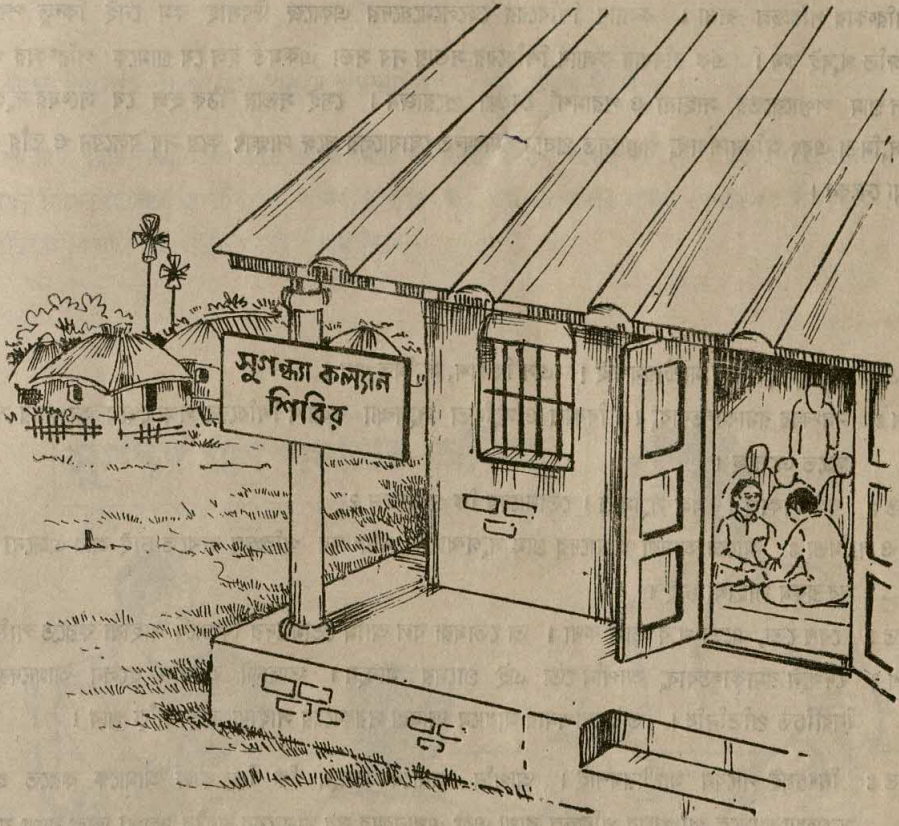
চুঁচুড়া শহর থেকে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে সুগন্ধ্যা গ্রামটি আয়তনে ছোট হলেও আপন সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্যে অনন্যা। বৈশাখ মাসে আমের বউল ও বনে বনে কাঁঠালী চাঁপার গন্ধে গ্রামের নাম সুগন্ধ্যা সার্থক হয়ে ওঠে। গ্রামের আয়তন ছোট হলে কি হয় মানুষজন কম নয়। ছোট্ট লাজুক কিশোরী মেয়ের মত নরম মাটির সুগন্ধ্যা গ্রামটিকে এখানকার মানুষেরা ভালবাসে। গ্রামের জুনিয়ার হাইস্কুলের মাস্টারমশাই অবিনাশ মুখুজ্যে বিয়েথা করেননি কিন্তু সুগন্ধ্যা গ্রামটিকে আপন কন্যার মত স্নেহে ভালবাসায় বুক দিয়ে আগলে রেখেছেন। সুগন্ধ্যার মাটিতে যাঁরা বাস করেন তাদের শরীর স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য ও কন্যাসমা সুগন্ধ্যা গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে অপরূপা করে তোলার জন্য

অবিনাশবাবু সব সময় ব্যস্ত থাকেন। গ্রামে চাষী আছে, গোয়ালা আছে, কামার-কুমোর সবাই আছে। এদের বিত্তের ঘাটতি চিত্তের ঔদার্য ও সারল্য দিয়ে ঢেকে রাখে। যাদের কিছু সঙ্গতি আছে তাদের ছেলেমেয়েরাই স্কুলে আসতে পারে, যারা গরীব—দিন আনে দিন খায় তাদের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়তে আসতে পারে না। অবিনাশবাবু গ্রামের ৮-১৪ বছরের ছেলেমেয়েদের নিয়ে সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবির নামে একটি সংঘ তৈরি করেছেন। এই সঙ্ঘের ঘরে সেইসব ছেলেমেয়েরা সারাদিনের রুজিরোজগারের পর সন্ধ্যার সময় পড়তে আসে। অবিনাশবাবু ও কল্যাণ শিবিরের কয়েকজন লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে তাদের লেখাপড়া শেখায়। সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবিরের প্রধান কাজ হল গ্রামটিকে সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। কল্যাণ শিবিরের ছেলেমেয়েদের একাজে উৎসাহ কম নেই কিন্তু পরামর্শ ও আর্থিক সঙ্গতি খুবই কম। এক রবিবার কল্যাণ শিবিরের সভায় সব সভ্য একমত হল যে গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হলে গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহায্য ও পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন। সেই সভায় ঠিক হল যে সঙ্ঘের দুই সদস্য বিকাশ ও সুমিতা এবং অবিনাশবাবু পঞ্চায়েত প্রধান রমাকান্ত ঘোষালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সব বলবেন ও তাঁর পরামর্শ এবং সাহায্য নেবেন।

রমাকান্ত ঃ আসুন আসুন মাস্টারমশাই! এস বিকাশ, সুমিত এস।

অবিনাশ ঃ নমস্কার রমাকান্তবাবু। বিকাশ ও সুমিতা সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবিরের পক্ষ থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

রমাকান্ত ঃ বল বিকাশ। বল সুমিতা। তোমাদের কি প্রয়োজন?

বিকাশ ও সুমিতা ঃ আজ্ঞে আমরা আমাদের গ্রাম সুগন্ধ্যাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চাই আর এজন্যে আপনার সব রকম সাহায্য চাই।

রমাকান্ত ঃ বেশ তো, এতো খুব ভাল কথা। তা তোমরা বল আমি তোমাদের কিভাবে সাহায্য করতে পারি।

অবিনাশ ঃ দেখুন রমাকান্তবাবু আপনি তো এই গ্রামের মানুষ। তাছাড়া আপনি হলেন আমাদের সকলের নির্বাচিত প্রতিনিধি। তাই আপনার মাধ্যমে আমরা সরকারের সাহায্য তাড়াতাড়ি পাব।

রমাকান্ত ঃ নিশ্চয়ই পাবেন মাস্টারমশাই। আপনি আমাকে বলুন কি কি কাজ আমাকে করতে হবে যাতে সুগন্ধ্যা গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা এবং এখানকার সব মানুষের শরীর স্বাস্থ্য ভাল রাখা যায়।

অবিনাশ ঃ শুধু আপনি, আমি আর কল্যাণ শিবিরের ছেলেমেয়েরা সক্রিয় হলেই তো হল না। গ্রামের সব মানুষ যাতে নিজেরাই আগ্রহী হয়ে তাঁদের গ্রামের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে এবং নিজেদের শরীর স্বাস্থ্য ভাল রাখে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে তবেই একাজ সফল হবে।

রমাকান্ত ঃ বেশ এ খুব ভাল প্রস্তাব। আমরা পঞ্চায়েতের সব সদস্য ও আপনারা সকলে মিলে একসঙ্গে কাজে নামলে সফল হবই।

অবিনাশ ঃ এ খুব ভাল ব্যবস্থা হবে। তাহলে আমিও আমার সঙ্ঘের ছেলেমেয়েদের দিয়ে বিভিন্ন ছবি (শরীর স্বাস্থ্য বিষয়) আঁকিয়ে ও মডেল তৈরী করে একটা প্রদর্শনী ব্যবস্থা করতে পারি।

রমাকান্ত ঃ তাহলে আপনার সংঘের ছেলেমেয়েদের দিয়ে আজই সারা গ্রামে প্রচার করে দিন যে আগামী রবিবার

পঞ্চায়েতের সামনের মাঠে গ্রামের ছেলেমেয়েদের আঁকা ছবি ও মডেল দিয়ে চিত্র প্রদর্শনী হবে। সব লোক যেন দেখতে আসে।

পঞ্চায়েত অফিস থেকে অবিনাশবাবু বিকাশ ও সুমিতাকে নিয়ে সঙ্ঘে ফিরে এলেন ও অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দিয়ে সারা গ্রামে প্রচার করে দিলেন যে আগামী রবিবার পঞ্চায়েতের মাঠে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও চিত্র প্রদর্শনী হবে।

নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনায় সুগন্ধ্যা গ্রাম যেন জেগে উঠল।

পরের রবিবার পঞ্চায়েতের মাঠে সকাল থেকে মানুষের ভিড় লেগেই আছে। গ্রামের ছেলেমেয়ে বউ, বুড়ী সবাই তাদের গ্রামের ছেলেমেয়েদের হাতে আঁকা ছবি দেখছে, হাতের তৈরি মডেল দেখছে। সব ছবি ও মডেলই গ্রামকে পরিচ্ছন্ন কিভাবে রাখা উচিত সেই বিষয় নিয়ে।
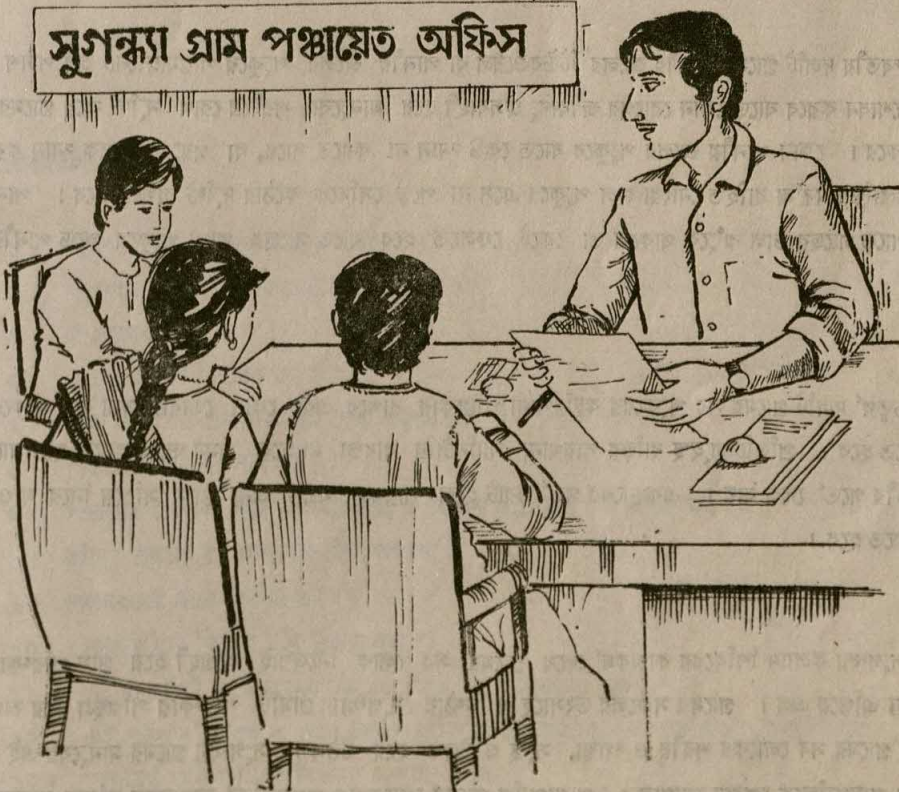
চিত্র প্রদর্শনী দেখে সুগন্ধ্যা গ্রামের লোকেরাও খুব উৎসাহিত বোধ করল যে তারাও তাদের গ্রামকে অমনি

ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে যাতে সকলের শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে, কোন রোগ বালাই না থাকে। পঞ্চায়েত প্রধান ঐদিন উৎসব শেষে বক্তৃতা দিয়ে বললেন যে তিনি গ্রামবাসীর পাশে পাশে সব সময় সব রকম সাহায্য করবেন।

তারপর দিন থেকেই পঞ্চায়েত অফিস থেকে কল্যাণ শিবিরের সভ্য সভ্যাদের ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরিন, পারমাঙ্গানেট অব পটাশ, ঝাঁটা, ঝুড়ি, বালতি, আবর্জনা পাত্র ইত্যাদি দেওয়া হল। অবিনাশবাবু সঙ্ঘের ছেলেমেয়েদের চারটি দলে ভাগ করে কাজের ভাগ করে দিলেন।

প্রথম দলটি গ্রামের ছোট বড় সব রাস্তার ধারে ধারে যেখানে মানুষের বসতি আছে সেখানে আবর্জনা আধার বসিয়ে দিল। গৃহস্থ বাড়ীর সব আবর্জনা ঐ আবর্জনা আধারে ফেলবার জন্য গ্রামবাসীদের অনুরোধ করা হল। তাছাড়া প্রতি পরিবারে একটি করে আবর্জনা পাত্র দেওয়া হল। বাড়ির আবর্জনা ঐ পাত্রে জমিয়ে তারপর আবর্জনা আধারে এনে ফেলতে হবে। দলের ছেলেরা ঐ আবর্জনা আধার থেকে চাকা লাগানো ঠেলাগাড়িতে তুলে দূরে মাঠের মধ্যে কোন বড় গর্তে ফেলে আসবে। জঞ্জাল বেশি জমে উঠলে তাতে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দেবে।

দ্বিতীয় দলটি গ্রামের পানীয় জলের টিউবওয়েল বা পানীয় জলের পুকুরে পারমাঙ্গানেট অব পটাশ ও ক্লোরিন দিয়ে জল শোধন করবে যাতে কোন রোগের জীবাণু জলবাহী হয়ে মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টি করে গ্রামের জনস্বাস্থ্য বিপন্ন না করে। কোন পানীয় জলের পুকুরে যাতে কেউ স্নান না করতে পারে, বা গরু মহিষকে স্নান করাতে পারে এবং কোন বাড়ির নর্দমা বাহিত নোংরা জল পুকুরে এসে না পড়ে সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। পানীয় জলের পুকুরের পাড়ে গাছের ডাল ঝুঁকে থাকলে তা কেটে ফেলতে হবে যাতে গাছের পাতা পুকুরে পড়ে পানীয় জল নষ্ট না করে।

চতুর্থ দলটি গ্রামের সব পুকুরের কচুরিপানা পরিষ্কার রাখবে এবং কোন ডোবায় জমা জল থাকলে তা মাটি ভরাট করতে হবে। প্রতিটি গৃহস্থ বাড়ির পায়খানা স্যানিটারি ব্যবস্থা না হলে এমন ভাবে করতে হবে যাতে মলমূত্র মাটির গভীর গর্তে চলে যায়। একস্থানের গর্ত ভরাট হলে পায়খানা যাতে অন্য স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবিরের কাজকর্ম দেখে গ্রামের সব লোক নিজেরাই আগ্রহী হয়ে গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এগিয়ে এল। গ্রামের সকলের উৎসাহে ও নিষ্ঠায় সুগন্ধ্যা গ্রামটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে অপরূপ হয়ে উঠল এবং গ্রামের সব লোকের শরীর ও স্বাস্থ্য, সুস্থ ও উন্নত হয়ে উঠল। সুগন্ধ্যা গ্রামের মানুষের এই নবজাগরণ পাশাপাশি গ্রামগুলিকে প্রেরণা যোগাল। পাশাপাশি গ্রামের লোকেরাও পঞ্চায়েতের সহায়তায় তাঁদের গ্রামকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করল।

প্রদত্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার নিয়মগুলি পড়।

—ক্যাপসুলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সঠিক উত্তর দেবার চেষ্টা কর।

—সব প্রশ্নগুলির উত্তর লেখার পর এই পাঠ্যাংশের শেষে প্রদত্ত উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

—সব প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে উত্তরমালা দেখবে না।

—এমন কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে যার উত্তর ক্যাপসুলে নেই কিন্তু তোমাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার ওপর নির্ভর করে উত্তর দিতে হবে। এই ক্যাপসুলের মধ্যেই কিছু তথ্য দেওয়া আছে যার উপর নির্ভর করে কিছু প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে। সেজন্য ক্যাপসুলটিকে তোমরা ভালভাবে বুঝবার চেষ্টা করলেই সঠিক উত্তর বার করতে পারবে।

—প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার পর যদি দেখ যে বেশি উত্তর ভুল হয়েছে তাহলে ক্যাপসুলটি আবার পড়। বিশেষ করে ভুল উত্তরগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত অংশ বিশেষ ভালভাবে পড়।

—তারপর আবার সব প্রশ্নগুলির উত্তর দাও এবং উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নাও।

—কিছু প্রশ্নের উত্তর তোমার না জানা থাকলে শিখন কেন্দ্রের বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝে নেবার চেষ্টা কর।

—যদি এরপরও কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে তোমরা অক্ষম হও তাহলে সহায়ক শিক্ষক মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ কর।

প্রশ্নাবলী ঃ

১। সুগন্ধ্যা গ্রামটি কোন জেলায় অবস্থিত?

২। সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবির কে তৈরি করেছেন?

৩। ঐ সংঘের কাজ কি?

৪। সংঘের সভায় কি ঠিক হল?

৫। কারা পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন?

৬। পঞ্চায়েত প্রধানের নাম কি?

৭। পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে অবিনাশবাবু ও বিকাশ সুমিতার কি আলোচনা হল?

৮। তাঁদের প্রস্তাবে রমাকান্তবাবু কি বললেন?

৯। পঞ্চায়েতের মাঠে কিসের প্রদর্শনী হবে?

১০। প্রদর্শনীতে কিসের ছবি দেখান হল?

১১। এই প্রদর্শনী দেখে গ্রামের মানুষের মনে কি পরিবর্তন এল?

১২। এই প্রদর্শনী দেখে সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবিরের ছেলেমেয়েরা কি কাজ করতে আগ্রহী হল?

১৩। পঞ্চায়েত গ্রামবাসীদের কিভাবে সাহায্য করল?

১৪। কল্যাণ শিবিরের ছেলেমেয়েরা গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য কি কি কাজ করতে শুরু করল ?

১৫। সুগন্ধ্যা গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য গ্রামবাসীর কি উপকার হল ?

১৬। শরীর ও স্বাস্থ্য সুস্থ রাখার জন্য গ্রামকে কিভাবে রাখা উচিত ?

১৭। সুগন্ধ্যা গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাজ দেখে পাশাপাশি গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কি পরিবর্তন হল ?

উত্তরমালা ঃ

১। সুগন্ধ্যা গ্রামটি হুগলী জেলায় অবস্থিত।

২। সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবির মাস্টারমশাই অবিনাশ মুখুজ্যে তৈরি করেছিলেন।

৩। এই সংঘের কাজ হল সুগন্ধ্যা গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করা, গ্রামবাসীর শরীর ও স্বাস্থ্য যাতে ভাল থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখা।

৪। সংঘের সভায় ঠিক হল যে সুগন্ধ্যা গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েত সাহায্য নিতে হবে।

৫। অবিনাশ মুখুজ্যে, বিকাশ ও সুমিতা পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন।

৬। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের নাম শ্রীরমাকান্ত ঘোষাল।

৭। অবিনাশবাবু, বিকাশ ও সুমিতা পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে গ্রামের পরিচ্ছন্নতা কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে আলোচনা করলেন।

৮। রমাকান্তবাবু, অবিনাশবাবু, বিকাশ ও সুমিতা গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন এই আশ্বাস দিলেন।

৯। পঞ্চায়েতের মাঠে চিত্র প্রদর্শনী হবে।

১০। চিত্র প্রদর্শনীতে গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার বিষয়ে বহু আঁকা ছবি দেখান হল।

১১। এই প্রদর্শনী দেখে গ্রামবাসীরা নিজেদের গ্রাম পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আগ্রহী হল।

১২। এই প্রদর্শনী দেখে সুগন্ধ্যা কল্যাণ শিবিরের ছেলেমেয়েরা ঠিক করল যে তারা গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষার জন্য সবরকম কাজ করবে।

১৩। পঞ্চায়েত গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে সাহায্য করল।

১৪। কল্যাণ শিবিরের ছেলেমেয়েরা গ্রামের পথঘাট পরিষ্কার রাখা, আবর্জনা আধারে যাতে সকলে আবর্জনা ফেলে সেদিকে লক্ষ্য রাখা, পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখা, পানীয় জল বিশুদ্ধ রাখা এই সব কাজ করতে আরম্ভ করল।

১৫। সুগন্ধ্যা গ্রাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য গ্রামবাসী সকলের শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং কোন রোগ বালাই নেই।

১৬। সুগন্ধ্যা গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাজ দেখে পাশাপাশি গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও নিজেদের গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখার আগ্রহ জাগল।

নিচের লেখাটি পড় ঃ

এই ক্যাপসুলটি পাঠের মধ্য দিয়ে তোমরা জানতে পারলে কিভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তা নিয়ে সুগন্ধ্যা নামক একটি গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য গ্রামবাসীরা সবাই এগিয়ে এল। গ্রামের শরীর ও স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সব রকম সহায়তা পাওয়া যায়। এরকম আরও ক্যাপসুল পাঠ করে তোমরা গ্রামকে কিভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা যায় তা জানতে পারবে।

[কেবলমাত্র শিক্ষকের অনুধাবনের জন্য নমুনা দেওয়া হল। তাঁরা নিজেরা সচেষ্ট হয়ে পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া ক্যাপসুলগুলি শিক্ষার্থীদের যুক্ত করে তৈরি করতে পারবেন। তারা তাদের নিজেদের উদ্যোগে মডিউল তৈরি করলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে।]

সম্ভাব্য ক্যাপসুল ঃ

শিখন প্যাকেজ—২		→ শরীর ও স্বাস্থ্য
মডিউল—১—১		→ গ্রামকে পরিচ্ছন্ন রাখব
ক্যাপসুল—১—১—২		→ গ্রামের রাস্তা পরিচ্ছন্ন রাখব
ক্যাপসুল—১—১—২		→ গৃহ ও তার চারিপাশ পরিচ্ছন্ন রাখব
ক্যাপসুল—১—১—৩		→ রাখলে পুকুর পরিষ্কার, সুস্থ শরীর হয় সবার
ক্যাপসুল—১—১—৪		→ বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুব্যবস্থা করব
ক্যাপসুল—১—১—৫		→ পরিচ্ছন্ন শৌচাগার নীরোগ দেহ রয় সবার
ক্যাপসুল—১—১—৬		→ বিদ্যালয় গৃহ ও তার চারপাশ পরিচ্ছন্ন রাখব
ক্যাপসুল—১—১—৭		→ গৃহ পালিত পশু ও তার আবাস পরিষ্কার রাখব
ক্যাপসুল—১—১—৮		→ **গ্রামের পরিচ্ছন্নতা রক্ষা ও গ্রামবাসীর শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় প্রদর্শনী সংগঠন করা**

এই ক্যাপসুলগুলি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মসূচীর মাধ্যমে তৈরি করতে পারবে।

মডিউল—২-১ ঘরে ঘরে হাতের কাজ,

আয় বাড়াবো আমরা আজ।

শিখন প্যাকেজ—২, গৃহ ও হস্ত শিল্প
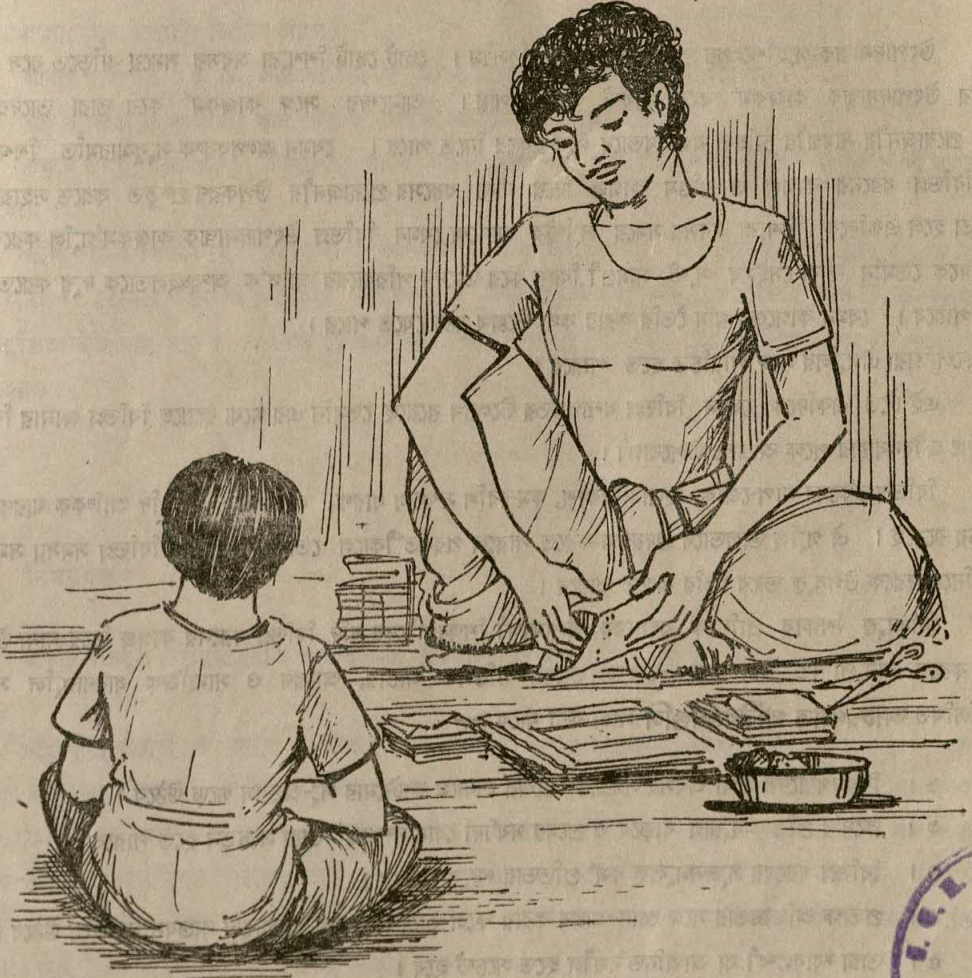
ক্যাপসুল-২-১-১

ঠোঙ্গা, খাম, মালা গড়ো পয়সা কিছু আয় করো

প্রান্তিক বছরের জন্য (শহরাঞ্চলের উপযোগী)

এই পুস্তিকাতে আছে

উৎপাদনাত্মক গৃহশিল্পের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ছোট ছোট শিশুরা অবসর সময়ে বাড়িতে বসে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনাত্মক কাজকর্ম করে যথেষ্ট আনন্দ পায়। আনন্দের সঙ্গে কাজকর্ম করে তারা তাদের কিছু কিছু প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ করে নিতে পারে। যেমন অল্পবয়স্ক সুকুমারমতি শিশুদেরকে যদি বিভিন্ন ধরনের কাগজ ও রঙিন কাগজ দিয়ে নানা বয়সের প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রস্তুত করতে সহায়তা করা যায় তা হলে একদিকে শিশুরা অবসর সময়ে সৃষ্টির আনন্দে যেমন বিভিন্ন উৎপাদনাত্মক কাজকর্মগুলি করতে পাবে অন্যদিকে তেমনি তারা সেইসব সৃষ্ট সামগ্রী বিক্রয় করে তাদের পরিবারের আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে দূর করতে সচেষ্ট হতে পারবে। যেমন কাগজের খাম তৈরি করার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।
এর ফলে তারা ঐগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।

এইটিতে একদিকে যেমন বিভিন্ন যন্ত্রপাতির উল্লেখ রয়েছে তেমনি এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জানার বিষয় যা ভবিষ্যৎ জীবনযাত্রার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী।

বিভিন্ন রকমের মাপ-জোক, হিসাব-নিকাশ, কম-বেশি সম্বন্ধে ধারণা, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি আঙ্কিক ধারণাগুলির পরিচয় রয়েছে। ঐ গুলি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে পরবর্তীকালে তোমরা জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য নিজেদেরকে উপযুক্ত ভাবে তৈরি করতে পারবে।

বিধিমুক্ত শিক্ষার প্রান্তিক বৎসরের উপযোগী শিক্ষার্থীদের যদি বিভিন্ন ধরনের কাগজ দিয়ে নানা উপকরণ তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করা যায়—তাহলে তাদের ব্যক্তিগত আচার, আচরণ ও সামাজিক ধারণাগুলি সম্পর্কে নিম্নলিখিত **আচরণগত পরিবর্তনগুলি** লক্ষ্য করা যাবে ঃ—

১। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবসর সময়কে কাজের মাধ্যমে কাটানোর সু-অভ্যাস গড়ে উঠবে।
২। কর্মের প্রতি অনুরাগ বাড়বে ও শ্রমের মর্যাদা বোধ সম্পর্কে তারা সচেতন হতে পারবে।
৩। বিভিন্ন ধরনের সৃজনমূলক কর্ম প্রতিভার স্ফূরণ ঘটবে।
৪। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে জ্ঞান আয়ত্ব করার ফলে তাদের শিক্ষার ব্যাপারটা বাস্তবসম্মত হয়ে উঠবে।
৫। তারা স্বাবলম্বী বা আত্মনির্ভরশীল হতে সচেষ্ট হবে।
৬। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিকতাবোধ জেগে উঠবে।
৭। তাদের সৌন্দর্যবোধ ও রুচি জ্ঞান বাড়বে।
৮। তারা বিভিন্ন ধরনের আঙ্কিক ধারণাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে।
৯। শিক্ষার্থীর মধ্যে সামাজিকতাবোধ জাগবে।
১০। আত্মবিশ্বাস ও আত্মসচেতনতাবোধে শিশুদেরকে উদ্বুদ্ধ করা যাবে।
১১। কাজের মাধ্যমে আনন্দ বর্ধন করার কাজ সহজ হবে। এতে কাজের প্রতি শিশুদের আসক্তি বাড়বে।
১২। আর্থিক সংস্থানের পথ সম্প্রসারিত হবে।

১৩। সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নতি বিধানে কর্মানুরাগীদের পরিচালনা করা যাবে।

১৪। স্বল্প মূল্যে নিজেদের প্রয়োজনীয় ও ব্যবহার্য জিনিসগুলি শিশুরা তৈরি করে নিতে পারবে।

১৫। উৎপন্ন দ্রব্যগুলি সমবায় বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় করার ব্যবস্থা সহজ হবে।

আধুনিক যুগে উন্নত জীবনযাত্রার জন্য গৃহসজ্জার প্রয়োজন যথেষ্ট। তাছাড়া বিভিন্ন উৎসবের জন্য কাগজের মালা, ফুল ইত্যাদি জিনিস লাগে।

আবার ব্যক্তিগত ও অফিস সংক্রান্ত চিঠিপত্র খামের মধ্যে পাঠিয়ে যোগাযোগ করা হয়।

এই পুস্তিকাতে কাগজের খাম প্রস্তুতি সম্পর্কে নানান আলোচনা রয়েছে।

প্রথমে ভাল করে পড়। বিষয়বস্তু যাতে সহজে বোধগম্য হয় তার জন্য গল্পাকারে বিষয়টির অবতারণা করা হয়েছে।

পুস্তিকাটির পিছনে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া আছে তার উত্তর কর। এই প্রশ্নগুলির উত্তর বই এর পিছনে দেওয়া আছে। তোমার উত্তর বইএ দেওয়া উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও। যদি দেখ বেশির ভাগ উত্তর ঠিক হয়নি, তখন পুস্তিকাটি আবার পড়। তাতেও যদি বোঝার অসুবিধা থাকে তবে তোমার শিক্ষণ কেন্দ্রের সাহায্যকারীর সাহায্য নাও।

বিষয়বস্তু ঃ

একটি বস্তিতে ছেলেমেয়েরা কাগজের কাজ করে কিভাবে অবসর সময় কাটায়।

... ...

দুই বন্ধু অরূপ ও অনুপ। উভয়ের মধ্যে খুব ভাব। দুজনে একই বস্তিতে বাস করে। অরূপ ও অনুপের দুজনের পরিবারেই আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। অরূপের পিতা কারখানার মজুর। অনুপের পিতা বিড়ি বাঁধেন। তাই অনুপ ও অরূপের পিতামাতা তাঁদের সন্তানদেরকে সময় মত পুস্তক, শিক্ষার সাজ-সরঞ্জাম ও পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে দিতে পারেন না। পরিবার দুটিতে প্রধানত অন্ন সমস্যাই হল বড় সমস্যা। তাঁরা যা রোজগার করেন তা দিয়ে কোন রকমে তাঁদের সংসার চলে। সংসারের আর্থিক অনটন দূর করার জন্য ভবিষ্যতে কি করা যাবে সেই নিয়ে অরূপ ও অনুপ চিন্তা করতে লাগল।

একদিন সকাল বেলায় অরূপ ও অনুপ তাদের বন্ধু সন্দীপের গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। হঠাৎ তারা দেখতে পেল যে, একটি বাড়ির বারান্দায় ২।৩টি ছেলেমেয়ে কি যেন নাড়াচাড়া করছে। বিস্ময়ের সঙ্গে অরূপ ও অনুপ সন্দীপকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই সন্দীপ, এখানে এই ছেলেমেয়েরা বসে কি করছে?

সন্দীপ বলল, ওরা কাগজ দিয়ে ঠোঙা, খাম ও মালা তৈরি করছে।

অনুপ জিজ্ঞাসা করল—ওরা ওসব দিয়ে কি করবে?

সন্দীপ বলল, কেন, ঐসব জিনিসগুলি বাজারে বিক্রি করে তারা যে টাকা পয়সা উপার্জন করবে তা সংসারের বিভিন্ন খরচে ব্যয়িত হতে পারবে।

অরূপ ও অনূপ বলল, বাঃ বেশ ভাল তো, তাহলে তো ওদের কাজকর্মগুলো এক্ষুনি দেখতে যেতে হয়।

তখন সন্দীপ অরূপ ও অনূপকে সাগ্রহে সেই উৎপাদনাত্মক কাগজের কেন্দ্রটিতে নিয়ে গিয়ে সকলের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিল।

সন্দীপের মামাতো দাদা অর্থাৎ রবীনবাবু তখন ঐ কাগজের দ্বারা বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ পরিচালনা করছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত বেকার। সাংসারিক দৈন্যদশা মোচনের জন্য তিনি তাঁর পরিবারের ছেলেমেয়ে-দিগকে অবসর সময়ে কাগজের কাজ শেখান।

অনূপ ও অরূপ কিভাবে কাগজ দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে হয় তা রবীনবাবুর কাছে জানতে চাইল।

রবীনবাবু ওদের কর্মশালায় নিয়ে গেলেন।

কর্মশালায় তৈরি করা খামগুলির সৌন্দর্য অরূপ, অনূপ ও সন্দীপের মন আকৃষ্ট করল। তারা খাম তৈরির প্রক্রিয়াটা জানতে চাইল, রবীনবাবু খাম তৈরি সম্পর্কে তাদের ব্যবহারিক জ্ঞান দান করলেন।

অনূপ ঃ আচ্ছা, খাম তৈরি করতে কি কি জিনিস লাগে ?

রবীনবাবু ঃ ব্রাউন পেপার, আঠা, ব্লেড, কাঁচি ইত্যাদি।

অনূপ ঃ অফিসিয়াল খাম তৈরি করার জন্য মাপজোক করার দরকার আছে না-কি ?

রবীনবাবু ঃ নিশ্চয়ই, মাপজোক সব ঠিকঠাক না হলে যে খামের কিনারাগুলি সোজা বা সমান হবে না। তাই মাপ করে নিতে হয়। এজন্য একটি রুল কাঠিও দরকার।

অরূপ ঃ আচ্ছা, রবীনদা, কাগজের লম্বা খাম তৈরি করতে হলে কাগজ খন্ডটিকে দু'হাত দিয়ে ধরে লম্বা-লম্বিভাবে মাঝখানে আঠা দিয়ে মুড়ে নেওয়ার দরকার হয় কেন ?

রবীনবাবু ঃ তা না হলে যে খামের সাইজ ছোট বড় হয়ে যাবে এবং তা দেখতেও ভাল হবে না। তাই মাপ ঠিক হওয়া চাই।

সন্দীপ বলল—আচ্ছা, রবীনদা, একদিনে ওরা এক একজনে কত করে খাম তৈরি করে ? আর প্রতি খামের জন্য খরচ কত হয় ?

রবীনবাবু ঃ তা প্রায় প্রতিজনে ঘণ্টায় ৫০টি করে।

প্রতিটির জন্য খরচ প্রায় ঃ

১২"×৬" কাগজ ১টি মূল্য	—	·৫ পঃ
আঠা ১গ্রাম ,,	—	·২ পঃ
মোট খরচ	=	·৭ পঃ

অনূপ প্রশ্ন করল—তা হলে ঐ খাম পরা কত দামে বিক্রি করে ?

রবীনবাবু ঃ ·১০ পঃ করে বিক্রি করে।

অরূপ জিজ্ঞাসা করল—তা হলে ওরা কিরকম লাভ করে ?

রবীনবাবু : — ·১০ পঃ

— ·৭ পঃ

·৩ পঃ লাভ।

প্রতি খামে ·৩ পঃ অর্থাৎ শতকরা ৩-০০ টাকা লাভ করে।

সন্দীপ : ঐ খাম কিভাবে তারা ব্যবহার করে বা বিক্রি করে একটু বলুন না-রবীনদা।

রবীনবাবু : তারা তাদের তৈরী করা খাম সমবায় বিপণন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিক্রয় করে অর্থোপার্জন করে। আবার দরকার হলে আত্মীয়ের কাছে ঐ খামে চিঠি পাঠায়।

অরূপ প্রশ্ন করে : আচ্ছা, রবীনদা, খামের জন্য যে আঠাটা ব্যবহার করছেন—তার রঙ একটু (নীল রঙের) নীলাভ ধরনের কেন ?

রবীনবাবু : আঠাতে তুঁতে মেশানো আছে।

রনূপ : আঠাতে তুঁতে দেওয়া হয় কেন ?

রবীনবাবু : তুঁতে দেওয়া আঠা খামে ব্যবহার করলে খাম পোকায় নষ্ট করে না।

রবীনবাবুর কাছ হতে খাম তৈরির ব্যাপারে নানা তথ্য সংগ্রহ করে অরূপ, অনুপ ও সন্দীপ ঠোঙ্গা তৈরির কর্মশালার দিকে এগিয়ে গেল।

রবীনবাবুর ছোট ভাই বীরেনবাবু তখন পাশের ঘরে ঠোঙা তৈরির কাজ পরিচালনা করছিলেন।

তিনিও একজন শিক্ষিত বেকার। কোথাও কোনো চাকুরি না পেয়ে তিনি অবসর সময়ে তাঁর ছেলেমেয়েকে ঠোঙা তৈরির কাজে নিযুক্ত করে কিছু আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

নতুন শব্দ ও অর্থ

১। বিস্ময়ের সঙ্গে—অবাক হয়ে।

২। ব্যয়িত হ'তে পারে—খরচ হতে পারে।

৩। উপস্থিতিতে—হাজির হওয়ায়।

৪। কর্মশালা—কর্মকেন্দ্র, কর্মক্ষেত্র বা কারখানা অর্থাৎ যেখানে জিনিস-পত্র নির্মাণ করা হয়—এমন স্থান।

৫। ব্যবহারিক জ্ঞান : হাতেকলমে জ্ঞান।

৬। ব্রাউন পেপার : বাদামী রঙের কাগজ।

৭। অফিসিয়াল খাম : অফিসে যে খামে চিঠি পাঠানো হয় সে রকম খাম।

৮। তথ্য ঃ খবর, সংবাদ বা বিবরণ।

৯। প্রত্যক্ষভাবে—সরাসরিভাবে।

১০। কৌশল ঃ আদব-কায়দা।

১১। সমস্যা ঃ জটিলতা।

—সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী—

১। অরূপ ও অনুপের বাড়ির আর্থিক অবস্থা কিরূপ ছিল ?

২। অরূপ ও অনুপের বাবারা কি কাজ করতেন ?

৩। তারা কাগজের কাজের বিভিন্ন বিবরণ কার কাছ হতে জানতে পারল ?

৪। কাগজের কাজের জন্য কি কি যন্ত্রপাতি দরকার ?

৫। রুল ময়দা ও আঠার চিটে তুঁতে দেওয়া হয় কেন ?

৬। খাম তৈরির করার সময় কোন্ ধরনের সাবধানতা দরকার ? এবং কেন দরকার ?

সম্ভাব্য উত্তরাবলী

১। অরূপ ও অনুপের বাড়ির আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ ছিল।

২। অরূপের বাবা কারখানায় শ্রমিকের কাজ করতেন আর অনুপের বাবা বাড়িতে বিড়ি বাঁধতেন।

৩। অরূপ ও অনুপ সন্দীপের দুই দাদা রবীনবাবু ও বারীনবাবুর কাছ হতে কাগজের কাজের বিভিন্ন কৌশল আয়ত্ব করেছিল।

৪। কাগজের কাজের জন্য সুঁচ, সুতো, ব্লেড, কাঁচি, স্কেল ইত্যাদি লাগে।

৫। তুঁতে যদি আঠার সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে খাম, ঠোঙা, মালা, ফুল ইত্যাদি তৈরি করা হয় তাহলে সেই সব জিনিসে পোকা ধরে না।

৬। লম্বালম্বিভাবে খামের দুটি কিনারা মাঝে মুড়বার সময় ঠিক মাঝখানে যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। তা না হলে খামের কিনারা অসমান হয়ে যাবে।

[এখানে শুধু খাম তৈরির কথা বলা হয়েছে। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঠোঙা, কাগজের ফুল ও মালা বানানোর কাজ করতে পারেন।]

নির্দ্দেশনা ঃ—এটাও পড়

এ সম্বন্ধে তুমি একটি মাত্র ক্যাপ্‌সুল (১-২) পড়লে। এ সম্বন্ধে অন্যান্য ক্যাপসুলগুলিও পড়া দরকার। ঐগুলি তোমাকে—

"ঘরে ঘরে হাতের কাজ
আয় বাড়াবো আমরা আজ ॥"

এ সম্বন্ধে নানা খবরাখবর দেবে। পর পৃষ্ঠায় ঐ ক্যাপসুলগুলির একটি তালিকা দেওয়া হল।

[শিক্ষকদের স্বশিক্ষা মডিউল সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা দেবার জন্য এই নমুনা ক্যাপসুলটি দেওয়া হল। শিক্ষার্থীদের হাতে দেবার উপযোগী ক্যাপসুলগুলি রচনা, মুদ্রণ ও পরীক্ষণের পর ক্রমপর্যায়ে দেওয়ার প্রস্তাব আছে।]

সম্ভাব্য ক্যাপস্যুল ঃ

শিখন প্যাকেজ—২	→	গৃহ ও হস্তশিল্প
মডিউল—২—১	→	ঘরে ঘরে হাতের কাজ, আয় বাড়াবো আমরা আজ
ক্যাপস্যুল—২—১—১	→	**ঠোঙ্গা, খাম, মালা গড়ো, পয়সা কিছু আয় করো**
ক্যাপস্যুল—২—১—২	→	পাঁপড়, বড়ি হাতে গড়ি আয়ের ঝাঁপি পোক্ত করি
ক্যাপস্যুল—২—১—৩	→	গরমেতে হাত পাখা, আমি তোমার হব সখা
ক্যাপস্যুল—২—১—৪	→	করে শামুকের ধূপদানী পয়সা কিছু ঘরে আনি
ক্যাপস্যুল—২—১—৫	→	নিজে বাঁধ খাতা বই, হবে তা টেঁক সই

এই ক্যাপস্যুলগুলি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মসূচীর মাধ্যমে তৈরি করতে পারবে।

মডিউল—২—১

ঘরে ঘরে হাতের কাজ
আয় বাড়াব আমরা আজ

শিখন প্যাকেজ - ২ গৃহশিল্প:

ক্যাপস্যুল—২—১—২

পাঁপড় বড়ি তৈরি করি

আয়ের ঝাঁপি পোক্ত করি—

প্রান্তিক বছরের জন্য (সহরাঞ্চল/গ্রামাঞ্চলের মেয়েদের জন্য)

প্রত্যাশিত আচরণগত পরিবর্তন :

১। হাতের কাজ করতে শিখবে।

২। অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে জলখাবার উপকরণ তৈরি হবে।

৩। কাজের মাধ্যমে অবসর সময় কাটাবে।

৪। কর্মে উদ্দীপনা ও শ্রমের প্রতি মর্যাদা বোধ বৃদ্ধি পাবে।

৫। পরিবারের আর্থিক অসঙ্গতিতে সহায়তা করার বোধ জাগবে।

৭। কাজের মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস জাগবে।

৮। স্বনির্ভরতার মনোভাব গড়ে উঠবে।

৯। শিশুরা কাজ তার হিসাব করে জমাখরচ লিখতে শিখবে।

১০। সৃজনাত্মক কাজে আত্মনিয়োগ করার ফলে গঠনমূলক কাজের প্রবৃত্তি জাগবে। যৌথভাবে কাজে আনন্দ পাবে ও মনের প্রসারতা হবে।

১১। সমবেত প্রচেষ্টায় সমবায় বিপণন কেন্দ্র গড়ে উঠবে।

এই পুস্তিকাতে আছে

[একটি বস্তীতে মেয়েরা কিভাবে পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন করল হস্তশিল্পের মাধ্যমে ।]

অনীতা ও সুমিতা দুই বন্ধু একটি বস্তীতে বাস করে। তারা পড়াশোনায়ও ভাল। কিন্তু নানা সমস্যা হওয়ায় তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর বিদ্যালয় ত্যাগ করতে হয়। জীবনযাপন মোটামুটিভাবে চলে বটে, তবে আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা তাদের মনে থেকে যায়। এখন তারা দুজনে বেলতলা বিধিযুক্ত শিক্ষা কেন্দ্রের পড়ুয়া।

একদিন অনীতা ও সুমিতা গেল নন্দিতাদের বাড়ি, নন্দিতাদের অবস্থা আগে ভাল ছিল না। নন্দিতা ওদের চা, বড়ি ভাজা ও সাবুর পাঁপড় ভাজা খেতে দিল। ওরা খেয়ে বললে, বাঃ বেশ তো খেতে এগুলো, কোথা থেকে এনেছিস ?

নন্দিতা ঃ বা-রে, আনব কেন ? এগুলো তো আমরাই তৈরি করি—দেখ না এখন আমরা ক্ষুদের বড়ি ও সাবুর পাঁপড় তৈরি করে সমবায় বিপণন কেন্দ্রে দিয়ে আসি একমাস পর ওরা বিক্রি করে টাকাটা আমাদের দিয়ে দেয়—এতেই তো আমাদের অবস্থা অনেক ভাল হয়েছে। আমাদের সংসারে ঐ টাকা অনেক উপকারে লাগছে। তোরাও কর না ?

সুমিতা ঃ করব তো, তুই আমাদের শিখিয়ে দিবি ?

অনীতা ঃ শিখব যে, অত পয়সা কোথায় পাব ! উপকরণ লাগবে না ?

নন্দিতা ঃ দূ—র বোকা, পয়সা বেশি লাগে নাকি ? তোদের টিফিনের পয়সা কদিন জমিয়েই করতে পারবি। বাড়িতে রেশনের চালের ক্ষুদ (আতপ) সিদ্ধ করে নিবি। তারপর তার সঙ্গে লঙ্কা, জিরে, ধনের গুঁড়ো মিশিয়ে দিবি, দুটো কালো জিরে ছড়িয়ে দিবি—তারপর তেলমাখান কলাপাতা, থালা বা বিছানো কাপড়ে ছোট ছোট করে বড়ি বসিয়ে রোদে ভাল করে শুকিয়ে জারে বা কৌটায় তুলে রাখবি—ঐ বড়ি জলখাবার হিসাবে চায়ের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় অথবা বিপণন কেন্দ্রে পাঠিয়ে বিক্রয় করে অর্থোপার্জন হতে পারে।

অনীতা ঃ বাঃ এত সহজ ? এত কম খরচে করা যায় ? চল সুমিতা আজই আমরা বড়ি তৈরি করব।

সুমিতা ঃ চল যাবার পথে মশলাগুলো কিনে নিয়ে যাব—আমার কাছে পয়সা আছে।

ফেরার পথে অনীতা সুমিতা কিছু শুকনো লঙ্কা, জিরে ধনে ও কালো জিরে কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়ি ফিরে দুই বন্ধু মায়ের কাছ থেকে আতপ চালের ক্ষুদ সংগ্রহ করল। তারপর দুজনে একত্রে সুমিতাদের বাড়িতে বসে একটা ডেচকিতে করে ক্ষুদগুলি পরিমাণমত জলে আধ সিদ্ধ করে নামিয়ে নিল। লঙ্কা ইত্যাদির ভাজা গুঁড়োগুলি ঐ সিদ্ধ ক্ষুদে মিশিয়ে দিল। তারপর দুই বন্ধুতে বিছানো কাপড়ের উপর ছোট ছোট করে বড়ি বসিয়ে রোদে শুকোতে দিল। পর পর দুদিন রোদে দিয়ে বড়িগুলি খুব মচমচে হয়ে গেল। তখন সেগুলি ভাল কৌটায় বন্ধ করে তুলে রাখা হল। এর পর সুমিতার ভাই সুমনকে দিয়ে ওগুলি সমবায় বিপণন কেন্দ্রে পাঠিয়ে দিল।

একমাস বাদে তারা বিক্রয় মূল্য বাবদ পেল ১৮'০০ টাকা।

এইবার সুমিতা বলল ঃ চল, অনীতা এবার আমরা কত লাভ করলাম বা আদৌ লাভ হল কি না দেখব। পেন্সিল নিয়ে হিসাব করতে বসল।

ক্ষুদ ৪ কেজি	১'৫০ দরে	৬'০০
লঙ্কা ১০০ গ্রাম		১'০০
জিরা ১০০ গ্রাম		১'৮০
ধনে ১০০ গ্রাম		১'৫০
	মোট মূল্য	১০'৩০

তৈরি খরচ—১০'৩০

বিক্রয় মূল্য—১৮'০০

∴ লাভের পরিমাণ—১৮'০০—১০'৩০ = ৭'৭০ পয়সা

অনীতা ঃ দেখ সুমিতা আমরা কিন্তু আমাদের বস্তীর মেয়েদের এই কাজ শেখাতে পারি—সবাই যদি বড়ি তৈরি করে—? শুধু তাই নয়—এই কাজের মাধ্যমে আমরা সাধারণ হিসাবনিকাশ এবং গণিত বিষয়ও শিখতে এবং শেখাতে পারি—যেমন—লাভ ক্ষতি, টাকা পয়সার যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ ঐকিক নয়মে কম বেশির ধারণা, সাধারণ হিসাব রাখা আয় ব্যয় ইত্যাদি গণিতের পাঠগুলো আমরা ঐ কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিখতে ও শেখাতে পারি।

সুমিতা ঃ চল অনীতা, আজ আমরা নন্দিতাদের বাড়ি থেকে, এবার সাবুর পাঁপড় তৈরি করতে শিখে আসব। অনীতা ও সুমিতা দোকান থেকে ২৫০ গ্রাম সাবু ও ২৫ গ্রাম কালোজিরা কিনে নিয়ে নন্দিতাদের বাড়ি গেল।

নন্দিতা ঃ কিরে তোরা এসেছিস ? আয়, বস্।

অনীতা ও সুমিতা ঃ সত্যি নন্দিতা তোর প্রশংসা করি—তুই আমাদের বড়ি করতে শিখিয়েছিস্। আমরা বড়ি বেচে অনেক পয়সা পেয়েছি—এবার আমরা সাবুর পাঁপড় তৈরি করতে শিখব। আমরা সব এনেছি, তুই তোর ডেচকিটা আর হাতাটা আনবি।

নন্দিতাদের উনুনে পরিমাণ মত জলের সঙ্গে সাবু ডেচকিতে করে বসিয়ে দিল। পরে নন্দিতার নির্দেশনায় সাবুটা একটু ফুটে ওঠার পর নামিয়ে নিয়ে কালোজিরে ছড়িয়ে দিয়ে হাতা করে করে তার উপর গোল করে দিয়ে শুকোতে দিল। পরে আবার বিকালে নন্দিতাদের বাড়ি গিয়ে শুকনো পাঁপরগুলো নিয়ে এল।

পাঁপরগুলো প্রথম দিনে ওরা সবাই মিলে আরও বন্ধুদের নিয়ে তেলেভাজা চায়ের সঙ্গে আনন্দ করে খেল। সুমিতাদের বন্ধুরা খেয়ে খুব খুশী হল এবং তারাও ঐ পাঁপড় আর বড়ি তৈরি করতে শিখতে চাইল।

এবার থেকে ওরা পাঁপড় এবং বড়ি এক সঙ্গে করল এবং সমবায় বিপণনে বিক্রয়ের জন্য পাঠিয়ে দিল।

৩ রকম জিনিস থাকায় এবার আরও তাড়াতাড়ি ঐগুলি বিক্রয় হল এবং ওরা ২০ দিন পরেই বিক্রয়-লব্ধ টাকা পেয়ে গেল।

মনে মনে ওরা ওদের জিনিসগুলি তৈরি করাবার খরচ এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ— হিসাব করে লাভক্ষতি নির্ণয় করতে বলল। এইভাবে অনীতা এবং সুমিতা শুধু তাদের নিজেদের নয় বস্তীর অনেক মেয়েদের অবসর সময়ে সদ্ব্যবহার করতে শেখাল।

তারা এইকাজে আনন্দ এবং উৎসাহ নিয়ে করতে লাগল। কাজ করে সময় কাটানো এবং ফল স্বরূপ অর্থ প্রাপ্তি।

এইভাবে বস্তীর সব মেয়েরাই পরিবারের আর্থিক উন্নতি করতে এগিয়ে এল। বস্তী জীবনের উন্নতিতে সব মেয়েরা সচেষ্ট হল।

নতুন শব্দ ও অর্থ

মোটামুটি—চলনসই।
জারে—বয়ামে।
তৈরি—প্রস্তুত।
ক্ষুদ—ভাঙা চাল।
অবসর—বিশ্রামের সময়।
সদ্ব্যবহার—ভালভাবে ব্যবহার।

মূল্য—দাম।
সর্বদা—সব সময়।
প্রশংসা—স্তুতি।
উপকরণ—সরঞ্জাম।

পোশাক-পরিচ্ছদ—জামা-কাপড়।
ব্যয়—খরচ।
বিপণন কেন্দ্র—দোকান।
ব্যবহার—আচরণ।
অর্থোপার্জন—টাকাকড়ি আয় করা।
আর্থিক—অর্থ সম্পর্কীয় সাহায্য সহায়তা।

ক্যাপসুলটি পড়েছ এবার নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলি ভাল করে পড়ে উত্তর দিতে চেষ্টা করো। উত্তর লেখা শেষ হলে শেষে দেওয়া উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। যদি বেশির ভাগ উত্তর ঠিক না হয় তাহলে আবার ক্যাপস্যুলটি পড়। তারপর আবার নিজে নিজে উত্তর লেখ। যদি তখনও কোন প্রশ্ন ঠিক না হয় আবার পুস্তিকাটি পড়। কোন জায়গা বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষক মহাশয়/মহাশয়াকে জিজ্ঞেস করে নাও।

প্রশ্নাবলী :

১। দুই বন্ধুর নাম কি ?

২। তারা কোথায় বাস করত ?

৩। তারা কোথায় পড়ে ?

৪। তাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না কেন ?

৫। নন্দিতাদের অবস্থা আগে কেমন ছিল ?

৬। কি করে তাদের অবস্থা আগের চাইতে ভাল হল ?

৭। অনীতা ও সুমিতা নন্দিতাদের বাড়ি গিয়ে কি দেখল ?

৯। সাবুর পাঁপড় ও বড়ি ভাজা তাদের মনে কি প্রভাব ফেলল ?

৯। অনীতা ও সুমিতা বড়ি ও পাঁপড় তৈরি করতে উৎসাহিত হল কিভাবে ?

১০। তারা বড়ি তৈরি করে কোথায় পাঠাল ?

১১। বড়ির বিক্রয়লব্ধ অর্থ তারা কতদিন পর ও কত টাকা পেল ?

১২। বড়ি বিক্রি করে তাদের কত লাভ হল ?

১৩। বড়ি পাঁপড় বিক্রি করতে গিয়ে তারা হিসাব শিখল কিভাবে ?

১৪। এই কাজের হিসাব করতে গিয়ে তারা কি কি অঙ্ক শিখল ?

১৫। এই কাজ শেখার ফলে বস্তীর মেয়েদের কি উপকার হল ?

সম্পূরক উত্তরসমূহ :

১। অনীতা ও সুমিতা।

২। বস্তীতে।

৩। বেলতলা স্কুলে।

৪। ওদের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না।

৫। নন্দিতাদের অবস্থা আগে ভাল ছিল না।

৬। বড়ি ও সাবুর পাঁপড় তৈরি ও বিক্রয় করে।

৭। সাবুর পাঁপড় এবং ক্ষুদের বড়ি দেখল ও খেল।

৮। অল্প আরামে কম খরচে তৈরি হয় ভাল জলখাবার।

৯। নন্দিতা এই কাজ করে। তার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অবস্থার উন্নতি হয়েছে। তারাও ঐভাবে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে চায়।

১০। সমবায় বিপণন কেন্দ্রে।

১১। একমাস পরে।

১২। ৭·৭০ পয়সা।

১৩। কত টাকার জিনিস ক্রয় করল। কত টাকা বিক্রয় করে পেল, কি পরিমাণ জিনিস তৈরি হল? এবং কতটা জিনিস দিয়ে কতটা তৈরি হল—কত খরচে কতটা তৈরি হল?

১৪। হিসাবের মাধ্যমে টাকা পয়সার যোগ, বিয়োগ, গুণ ভাগ, লাভ-ক্ষতি, কম-বেশি, আয়-ব্যয় সাধারণ হিসাব ইত্যাদি।

১৫। অনীতা ও সুমিতা বস্তীর মেয়েদের ঐ শিল্প কাজে উৎসাহ দিল—আগ্রহ সৃষ্টি করলো—পরে হাতে-কলমে তাদের করতে শিখিয়ে দিল।

এই অংশটিও পড়ঃ

আমাদের গৃহশিল্প সম্পর্কে একটা দিক—ক্যাপসুল ২ এতে আলোচনা করা হয়েছে। এ বিষয় আরও ক্যাপসুল তোমরা পড়লে নানান রকম হাতের কাজ সম্বন্ধে তোমরা জানতে পারবে ও সেগুলি শিখতে পারলে তোমাদের কাজে লাগাতে পারবে।

[কেবলমাত্র শিক্ষকরা এই ক্যাপসুলটি অনুধাবন করে কর্মসূচীর মাধ্যমে পড়ুয়াদের নিজে শিখে করার আগ্রহ বাড়াবেন।]

পরের পৃষ্ঠায় সম্ভাব্য ক্যাপসুলগুলি শিক্ষার্থীদের সহায়তায় কর্মসূচীর মাধ্যমে রূপায়ণ করার উদ্যোগ নিতে পারবেন।

সম্ভাব্য ক্যাপস্যুল ঃ

শিখন প্যাকেজ—২	→	গৃহ ও হস্তশিল্প
মডিউল—২—১	→	ঘরে ঘরে হাতের কাজ, আয় বাড়াবো আমরা আজ
ক্যাপস্যুল—২—১—১	→	ঠোঙ্গা, খাম, মালা গড়ো, পয়সা কিছু আয় করো
ক্যাপস্যুল—২—১—২	→	**পাঁপড় বড়ি হাতে গড়ি, আয়ের ঝাঁপি পোক্ত করি**
ক্যাপস্যুল—২—১—৩	→	গরমেতে হাত পাখা, আমি তোমার হব সখা
ক্যাপস্যুল—২—১—৪	→	করে শামুকের ধূপদানী পয়সা কিছু ঘরে আনি
ক্যাপস্যুল—২—১—৫	→	নিজে বাঁধ খাতা বই, হবে তা টেঁক সই

এই ক্যাপস্যুলগুলি শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে কর্মসূচীর মাধ্যমে তৈরি করতে পারবে।